পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ
খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

৩য় বর্ষ । ২য় সংখ্যা । ২৩ এপ্রিল ২০১২ । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ । শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ০৯ email: jatiodak@gmail.com

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের এক দশকপূর্তি পালিত

জাতিগত নিপীড়ন ও ভূমি আগ্রাসন বন্ধের দাবি

"জাতিগত নিপীড়ন ও ভূমি আগ্রাসন বন্ধ কর, সেনা অপারেশন উত্তরণ তুলে নাও" এই দাবিকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজের অগ্রণী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম প্রতিষ্ঠার এক দশকপূর্তি খাগড়াছড়িতে পালিত হয়েছে। গত ৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুর ১.৩০টায় জেলা সদরের স্বনির্ভর মাঠে প্রতিষ্ঠার এক দশকপূর্তি অনুষ্ঠান বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সান্তাল কাউন্সিলের আহ্বায়ক ও জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি এস.সি আলবার্ট সরেন। উদ্বোধনের পর গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক (ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের সদস্য সচিব আমির আব্বাস, ইন্ডিজেনাস মুনিপুরী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (সিলেট) এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীমঙ্গল সিনহা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ২য় পাতায় দেখুন

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের এক দশকপূর্তি উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়িতে র‍্যালী বের করা হয়

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৮ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্পন্ন

২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত

"সমাজ-জাতি রক্ষার সংগ্রামে পাহাড়ি নারীরা ঐক্যবদ্ধ হোন" এই শ্লোগানে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বানের মধ্যে দিয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৮ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৩-২৪ মার্চ দু'দিন ব্যাপী খাগড়াছড়িতে এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিলের প্রথম দিন ২৩ মার্চ সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের নারাঙহিয়াস্থ সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে "সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম ও পাহাড়ি নারী সমাজের ভূমিকা" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনালী চাকমার সভাপতিত্বে এতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের চট্টগ্রাম অঞ্চলের আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট স্বপন ভৌমিক, ব্যারিস্টার সামিয়া আরমান, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি অপরাজিতা খীসা ও দিঘীনালা নারী সমাজের কাজলী ত্রিপুরা বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রীনা দেওয়ান ও পরিচালনা করেন কণিকা দেওয়ান।

আলোচনা সভার সভাপতির বক্তব্যে সোনালী চাকমা বলেন, এককভাবে কারোর কোন অধিকার পৃথকভাবে পাওয়ার চিন্তা অযৌক্তিক। সংবিধানে যেহেতু আমাদের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে।

তিনি বলেন, বিএনপি, আওয়ামী লীগ কিংবা জাতীয় পার্টির হাত ধরে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা হবে না। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুনিশ্চিত জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য, ভূমি থেকে বাস্তুহারা না হওয়ার জন্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন হতে হবে। আমদের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার মাধ্যমে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৫ম পাতায় দেখুন

মানিকছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম নারী মারধরের শিকার

বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার দক্ষিণ সাপছড়ি গ্রামে থোয়াইচাউ মারমার মেয়ে মাসিউ মারমা (২৫) স্বামী চিত্রাপা মারমা সেনা সদস্য কর্তৃক মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় সেনা সদস্যরা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে বলেও অভিযোগে জানা গেছে।

জানা যায়, গত ২৮ মার্চ বেলা ২:৩০টার দিকে সিন্দুকছড়ি জোনের মেজর সাখাত এর নেতৃত্বে ২ পিকআপ আর্মি মানিকছড়ি উপজেলার দক্ষিণ সাপছড়ি গ্রামে অপারেশনে যায়। সেখানে গিয়ে তারা থোয়াইচাউ মারমা (৫৬) পিতা মৃত চাইঞ্চ মারমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। এ সময় থোয়াইচাউ মারমার মেয়ে মাসিউ মারমা বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেনারা মাসিউ মারমার কাছ থেকে সন্ত্রাসীদের চিনো কিনা, তারা কোথায় থাকে ইত্যাদি হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসা করে এবং সন্ত্রাসীদের দেখিয়ে দাও দেখিয়ে দিতে না পারলে তোমাকে বাঁশ ধোলাই দেবো বলে হুমকি দেয়। মাসিউ মারমা আমি কিছুই জানি না বলে উত্তর দিলে সেনারা তাকে বাঁশ দিয়ে কপালে আঘাত করে। এতে সে কপালে আঘাত পায়। এ সময় সেনারা মাসিউ মারমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে বলেও তাঁর এক আত্মীয় জানিয়েছেন। ব্যাপক তল্লাশির পরও বাড়িতে অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে পরে সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী বৈসাবি উৎসব উদযাপিত

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি ও বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বানের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসব বৈসাবি(বৈসু-সাংগ্রাই-বিজু) উদযাপিত হয়েছে। বৈসাবি উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান সহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব ও সংস্থার উদ্যোগে পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

'আসুন! বৈসাবি'র চেতনায় জাতীয় স্বীকৃতি ও অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হই' এই শ্লোগানে "চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা-সাঁওতাল-মুনিপুরী-গারোসহ ভিন্ন ভাষা-ভাষী সকল সংখ্যালঘু জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি"র দাবিতে খাগড়াছড়িতে সার্বজনীন বৈসাবি উদযাপন কমিটির ব্যানারে বর্ণাঢ্য বৈসাবি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। খাগড়াছড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন।

এদিকে, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সভাপতি প্রসিত খীসা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি বৈসাবি ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যর গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মূলত: প্রতি বছর বৈসাবি উৎসব ঘনিয়ে এলে বাঙালিদের একটি উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি তৎপর হয়ে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে এই গোষ্ঠিটি বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৈসাবি উৎসব পণ্ড হয়ে যায়। তবে, এবারের বৈসাবিতে তেমন কোন ঘটনা না ঘটলেও পাহাড়িদের মনে এই আশঙ্কা এখনো দূর হয়নি। তাই ভবিষ্যতে যাতে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পাহাড়িরা।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ভাষায় 'বৈসু', মারমা ভাষায় 'সাংগ্রাই' ও চাকমা ভাষায় 'বিজু' এই তিন জাতিসত্তার ভাষার আদ্য অক্ষর নিয়েই বৈসাবি শব্দটির প্রচলন হয়েছে। তবে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলো ভিন্ন ভিন্ন নামে যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্যবাহী এ উৎসব পালন আসছে।

দিঘীনালার উল্টাছড়ি থেকে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক অপহৃত কার্বারীর খোঁজ মিলেনি

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের দুর্গম উল্টাছড়ি গ্রামের কার্বারী(গ্রাম প্রধান) রণজিৎ চাকমা (৩৫) পিতা মৃত সুবাসেন চাকমাকে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা অপহরণ করেছে।

গত ১৭ মার্চ শনিবার সকাল ১১টায় ডা. সংকল্প চাকমা ও চিনু মারমার নেতৃত্বে ২০/২১ জনের সন্তু গ্রুপের একদল সন্ত্রাসী উল্টাছড়ির নিজ বাড়ি থেকে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক দেবদত্ত ত্রিপুরা এক বিবৃতিতে এ অপহরণ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে অপহৃত গ্রাম প্রধানকে উদ্ধার ও সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

৩য় বর্ষ ׀ ২য় সংখ্যা ׀ ২৩ এপ্রিল ২০১২ ׀

জাতীয় ডাক

জাতিগত নিপীড়ন ও ভূমি আগ্রাসন

১ম পৃষ্ঠার পর

যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা এবং সমাবেশ পরিচালনা করেন যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা।

সমাবেশ শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন রেমিন চাকমা। শোক প্রস্তাবের পর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সমাবেশে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম থেকে ৮ শতাধিক যুবক-যুবতী ও সংগঠনের নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে জাতিগত নিপীড়ন ও ভূমি আগ্রাসন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

আলবার্ট সরেন তার বক্তব্যে বলেন, আমরা ভালো থাকতে চাই, আমরা স্বাধীনভাবে থাকতে চাই, আমরা কারোর রাহুগ্রাসে থাকতে চাই না। যে বাঙালি নিজের জাতিসত্তার জন্য, নিজের জাতির মুক্তির জন্য, নিজের ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে সেই বাঙালি অন্য জাতিসত্তাকে রাহুগ্রাসে রেখে নিপীড়ন-নির্যাতন করতে পারে না।

তিনি বলেন, গতকাল রামগড়ে ঢুকে দেখলাম প্রায় ৮০ ভাগ জায়গা এখন সেটেলারদের দখলে। বান্দরবানেও পাহাড়িদের হাজার হাজার একর জমি বিভিন্ন কোম্পানীর নামে লিজ দেয়া হচ্ছে। পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম পাকিস্তানের সেনা শাসকদের মতো কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কমিশনের বর্তমান বিতর্কিত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

তিনি বলেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তার সংস্কৃতিকে ও তার মূল্যবোধকে আঘাত করতে হয়। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র 'একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা' এই বক্তব্যের সাথে '৭২ সালে রাঙ্গামাটিতে পাহাড়িদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের 'তোরা সবাই বাঙালি হয়ে যা'- এ দুটো বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তিনি সন্তু লারমার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি সবাইকে নিয়ে রাস্তায় নামুন, রাস্তায় নেমে বলুন শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না হলে আমি আঞ্চলিক পরিষদে যাবো না। আপনি কেন আঞ্চলিক পরিষদের যাচ্ছেন। ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নের সহযোগিতার কথা বলার পরও আপনি কেন আঞ্চলিক পরিষদের অফিসে বসে ফ্যানের বাতাস নিচ্ছেন। আপনি অফিস বয়কট করুন, অফিস থেকে বেরিয়ে আসুন, আমরাও উত্তরবঙ্গ থেকে এসে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনে যোগ দেবো। আপনি সবার জন্য কথা বলুন, গণতান্ত্রিক হোন।

ভিমপাল সিনহা বলেন, বাংলাদেশ দুর্নীতিতে ৪র্থ বৃহত্তম দেশ। এছাড়া ইতিহাস বিকৃতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ প্রথম হবে। আদিবাসীরা সাপ খায়, ব্যাঙ খায় ইত্যাদি আমাদেরকে পড়তে হয়, আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়তে হয়।

আদিবাসীদের নিয়ে রাষ্ট্র যন্ত্র থেকে প্রশাসন যন্ত্র খেলা খেলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের এ খেলা টেবিলে বসেই তৈরি হয়, গোয়েন্দা সংস্থা, রাষ্ট্র প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী এ খেলায় অংশ নেন। তাদের এ খেলাটা আমাদের জন্য এটা কতটা করুণ সেটা অনিমেষ চাকমার রক্ত এবং অন্যান্য শহীদ সহযোদ্ধাদের রক্ত দেখলেই বোঝা যায়। আসলে আমরা রাষ্ট্রযন্ত্রের খেলার শিকার হচ্ছি।

তিনি জাতিগত ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যকে রক্ষায় একাত্মবোধ গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আমির আব্বাস বলেন, বিগত ৩০ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসনের মাধ্যমে এখানে এক ধরনের জরুরী অবস্থা জারি রাখা হয়েছে। যখন সমতল থেকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসি তখন মনে হয় এখানে একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এই সাথে যুক্ত হয়েছে ভূমি আগ্রাসন। দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে ভূমি বেদখল ঘটছে। প্রশাসনিক, ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এখানে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানীর নাম দিয়ে, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন শিল্প কারখানার নাম দিয়ে ভূমি বেদখল হচ্ছে। এই ভূমি বেদখল শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে হচ্ছে তাই নয়, সমতলেও ভূমি বেদখল হচ্ছে।

তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশে যে সংবিধান প্রণীত হয় সে সংবিধানটি ৪০ বছর ধরে জনগণের উপর নিপীড়নমূলক ফ্যাসিস্ট সংবিধান হিসেবে ছিল। এখনতো নতুন আইন করা হয়েছে সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বললে মামলা হবে, রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে। সংবিধানে যে পঞ্চদশ সংশোধনী করা হয়েছে তাতে '৭২ সালের প্রণীত সংবিধানের বাঙালি জাতীয়তাবাদ পুনস্থাপিত করা হয়েছে। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ওপর চরম ফ্যাসিস্ট কায়দায় বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, সমতলের গরীব বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে এনে সরকার অন্য জাতির সামনে দাঁড় করিয়ে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে, জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। সমতলের লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার একর জমি আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত, সামরিক-বেসামরিক আমলাদের কাছে দখলে আছে। সেই জমি উদ্ধার করে ভূমি সংস্কার করে নিরীহ গরীব বাঙালিদের দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জাতিসত্তাদের বংশ পরম্পরায়গত প্রথাগত ভূমি অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

তিনি বলেন, একটি রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া ভূমি কমিশন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি জাতিসত্তাগুলোর হাতে তাদের রাজনৈতি ক্ষমতা দেয়া হয়, তাদেরকে যদি পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় তাহলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অবিলম্বে অলিখিত সেনা শাসন অপারেশন উত্তরণ তুলে নেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন নির্যাতন বন্ধ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানান।

সচিব চাকমা বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার আমাদের বাঙালি বানিয়েছে। শেখ হাসিনা সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সাথে প্রতারণা করেছে। তিনি শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যারা সরকারী প্রশাসনে থেকে মিথ্যা কথা বলে, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়, ধোঁকা দিতে চায় একদিন কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের কাছে তাদের জবাব দিহি করতে হবে।

তিনি বলেন, একটি জাতির উপর যদি শোষণ-নিপীড়ন জারি রাখা হয় তাহলে সেই জাতি সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়। আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়, হুলিয়া জারি করা হয়। যতই অত্যাচার আসুক শোষণ-নির্যাতন চলুক সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই সংগ্রাম করতে হবে। আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া পৃথিবীতে কোন জাতি অধিকার পায়নি, মুক্তি পায়নি। তিনি অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ বণিতাকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, এই সরকার গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু আমাদেরকে চেঙ্গী স্কোয়ারে, শাপলা চত্বরে সমাবেশ করতে দেয়া হয় না। এই কি তাহলে গণতন্ত্রের শাসন? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাহাড়ি জনগণ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলো যেভাবে অধিকার চেয়েছে তাদেরকে ন্যায্য অধিকার দিলে অসুবিধা কোথায়?

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা দিন বদলের কথা বলে, ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলে, দশ টাকা চাউল খাওয়ানোর কথা বলে ভোট চুরি করেছেন, ভোট ছিনতাই করেছেন। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, মানুষের সাথে আর ধোঁকাবাজি করবেন না। কৃষক, শ্রমিক, অধিকারহীন ও মেহনতি মানুষকে অধিকার দিন।

সভাপতির বক্তব্যে নতুন কুমার চাকমা বলেন, সরকার গত বছর ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে ৪৫টি জাতিসত্তাকে বাঙালি বানিয়েছে। আমাদের জাতীয় পরিচয় কেড়ে নেয়া হয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের অমর্যাদা করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, যে সংবিধান আমাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার কথা, যে সংবিধান আমাদের মর্যাদা রক্ষা করার কথা কিন্তু সে সংবিধান আমাদের মৌলিক অধিকার খর্ব করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জাতীয় পরিচয় মুছে দেয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আমরা কিছুতেই মানতে পারি না।

তিনি বিতর্কিত পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী আইন পাস করায় ৩০ জুনকে কালো দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন এবং পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে স্বনির্ভর মাঠ থেকে একটি র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি উপজেলা পরিষদ হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে আবার স্বনির্ভর মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

আদিবাসী দিবস পালনে সরকারী পৃষ্টপোষকতা না দিতে নির্দেশনা জারি

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যেন আগামী ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত না হয় সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক চিঠির মাধ্যমে জেলা প্রশাসক সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলা হয়, দেশের 'উপজাতীয়' জনগোষ্ঠীগুলো মূলত 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' এবং 'দেশে কোনো আদিবাসী নেই'। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো যেন সরকারের এ নীতির পক্ষে গণমাধ্যমে প্রচার চালায়- এমন নির্দেশও দেওয়া হয় ঐ চিঠিতে।

সম্প্রতি জারি করা এই পত্রে জেলা প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে কয়েকটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। 'আদিবাসী দিবস উদযাপন প্রসঙ্গে' শীর্ষক এই পত্রে বলা হয়, বিগত ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রতি বছর "০৯ আগস্ট" "বিশ্ব আদিবাসী দিবস" পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশেও আদিবাসী দিবস উদযাপনের চর্চা শুরু হয়েছে। আদিবাসী দিবসে মেলা, সংগীতানুষ্ঠান, সেমিনার, র‍্যালী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

গত এপ্রিল ২০১০ সালে বিভিন্ন 'উপজাতীয়' জনগোষ্ঠীকে 'নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জাতীয় সংসদে 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল ২০০৯' পাস হয়। সম্প্রতি সংবিধানেও 'উপজাতীয়' জনগণকে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গত ২৬ জুলাই ২০১১ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি, কূটনীতিক, ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতকে এ বিষয়ে ব্রিফিং করেন। এতে তিনি পার্বত্য জেলার 'উপজাতীয়'রা যে 'আদিবাসী' নয় তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পত্রটির নির্দেশনায় বলা হয়, আদিবাসী দিবসে সরকারের কোনো ব্যক্তি যেন বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সরকারের নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এমন বক্তব্য না দেন- সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে, বিশ্ব আদিবাসী দিবসে সরকারের পক্ষ থেকে যেন কোন পৃষ্ঠপোষকতা না করা হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা যেতে পারে, বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই' এ মর্মে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত তুলে ধরে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, আগস্ট মাস জাতীয় স্বীকৃত শোকের মাস, এ মাসে আদিবাসী দিবসের নামে অপ্রয়োজনীয় আনন্দ অনুষ্ঠান পরিহার বাঞ্ছনীয়।

আসলে কি রাজস্থলীতে নীরব সেনাশাসন চলছে??

׀ রবিন তঞ্চঙ্গ্যা ׀

রাঙামাটি জেলার প্রত্যন্ত একটি সুন্দর ও মনোরম উপজেলা রাজস্থলী। সেখানে বিভিন্ন আদিবাসীদের সাথে সেটেলাররাও বাস করেন।

কিছুদিন আগে প্রায় পাঁচ বছর পর সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি দেখে অবাক না হয়েই পারলাম না। আগের রাজস্থলীর সাথে এখনকার রাজস্থলী মেলাতে গিয়ে বার বারই হোঁচট খেলাম। স্বীকার করি, সবকিছুই পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাই বলে এত দ্রুত!!

সেখানে কার্যতঃ সেনাশাসন চলছে। দিনের বেলাই সেনাবাহিনী সদস্যরা পুরো গ্রামেই(সদর উপজেলা, শহর না বলে গ্রাম বলেছি) টহল দিয়ে থাকে আর রাতের বেলাই তো কথাই নেই (কি জন্য এবং কার স্বার্থে) সন্ধ্যা নামলেই মনে হয় যেন গভীর রাত। কেউ প্রয়োজন ছাড়া সহজে ঘর থেকে বের হয়না। আপনি যদি বহিরাগত হন, তাহলে নিশ্চিত থাকুন, আপনাকে সেনাবাহিনীদের দ্বারা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। মানে আসামীকে যে রকম জেরা করা হয়। এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই বার্তা দেওয়া হয় যে, রাজস্থলীতে বেড়াতে যাওয়াই আমাদের অপরাধ, কিন্তু আমার প্রশ্ন আমাদের ভূমিতেই আমরা ভিনদেশী কেন, আমাদেরকে বারবার জেরা করবে কেন। আমাদের ভূমিতেই বেড়াতে যাওয়াই কি আমাদের অপরাধ?? পার্বত্য চট্টগ্রামের বাহিরে কোথাও বেড়াতে গেলে আমরা কি এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হই??

এর জন্য অনেকেই আদিবাসীদের বিবদমান দুই রাজনীতি গোষ্ঠী JSS ও UPDF কে দায়ী করবেন, কারণ তাদের আধিপত্য প্রভাব বিস্তারে এবং বার বার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণেই সরকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সেখানে সেনাবাহিনী নামাতে বাধ্য হয়েছেন বলে যুক্তি দেখাতে কার্পণ্যবোধ করবেন না। হয়তঃ কিছুটা ঠিক হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহির্বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন করতে এটা একটা অজুহাত মাত্র। সভ্যতার আলো হতে দূরে রাখাই তাদের কাজ, যাতে নীরবে নিভৃতে তাদের ঘৃণ্য নির্যাতন চালানো যায়। কোন সরকারই এর আওতার বাহিরে নয়। যাহোক, তাহলে আমরা তো প্রশ্ন তুলতে পারি, ঢাকা বা অন্যান্য শহরে সরকার সেনাবাহিনী নামাচ্ছেন না কেন? কারণ ঐখানেই তো রাজনীতি পরিস্থিতির অবস্থা বেশী নাজুক, ঐখানেই তো সারা দেশের বড়বড় খুনীদের আস্তানা। এটা কি সরকারের ভিন্ন দর্শন নয়?? একটা সার্বভৌমত্ব দেশে বাস করেও আমাদের আদিবাসীদের পরাধীনের মতো বাস করতে হয়। এর চেয়ে জীবনের দুঃখ আর কি হতে পারে?

* ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত, ২ মার্চ ২০১২

করল্ডাতলী ক্যাম্পের মেজর মেহেদির কর্মকান্ডে এলাকাবাসীর আতঙ্ক

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধিঃ বাঘাইছড়ি উপজেলার করল্ডাতলী ক্যাম্পের মেজর মেহেদির নানা কর্মকান্ড ও আচরণে এলাকার জনমনে আতঙ্ক ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। তিনি করল্ডাতলী ক্যাম্পে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বিভিন্ন সময়ে বাঘাইছড়ি এলাকায় খুন, অপহরণ সহ নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বাঘাইছড়ি এলাকায় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের ঢুকিয়ে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে তিনি নানা চক্রান্ত চালাচ্ছেন বলে এলাকাবাসী ধারণা করেছেন। ইতিমধ্যে তার ভিন্ন কথাবার্তা ও কার্যকলাপের মধ্যেই তা ফুটে উঠেছে। নীচে মেজর মেহেদির দু'একটি কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

কিভাবে মানুষকে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে

"আমার নাম মেহেদি। আগে ছিলাম ক্যাপ্টেন। লংগদুর করল্যাছড়ি ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন করেছি। এখন মেজর হয়ে এখানে এসেছি। কিভাবে মানুষকে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে।" বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলার সময় এবং মিটিংয়ে মেজর মেহেদি উপরোক্ত কথাগুলো প্রায়ই বলে থাকেন বলে এলাকার জনগণের কাছ থেকে জানা গেছে। একজন মেজরের এ ধরনের কথাবার্তায় এলাকাবাসী নানা হয়রানির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

মেজর মেহেদির অট্টহাসি

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ২ টার সময় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা পূর্ণিময় চাকমা নামে এক বেসরকারী স্কুল শিক্ষককে গুলি করে হত্যার পর রাত ৩টায় মেজর মেহেদি এক জনপ্রতিনিধিকে ফোন করেন এবং অট্টহাসি দিয়ে বলেন যে, 'শুনেছেন খেদারাছড়ায় একজনকে মেরে ফেলেছে। আপনাদেরকে বলেছিলাম বাঘাইহাট বাজার খুলে দিতে। বাঘাইহাট বাজার খুলে না দিলে আরো মরবেন।' এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্নজনকে মোবাইলে ফোন করে আজে-বাজে কথা বলে বিরক্ত করে আসছেন। মেজর মেহেদির এ ধরনের কথাবার্তা ও আচরণে এলাকাবাসীর মনে চরম আতঙ্ক ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

দিঘীনালায় জেএসএস(এম এন লারমা)-এর এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা

দিঘীনালা প্রতিনিধিঃ

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার বড়াদাম গ্রামে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা জেএসএস(এমএন লারমা) -এর দিঘীনালা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রানো চাকমা (কাজে নামে অধিক পরিচিত) ওরফে দেবেশ(৩৫) কে গুলি করে হত্যা করেছে। গত ১২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তিনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সন্ত্রাসীরা বাড়িতে ঢুকে গুলি করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যায়। ঘটনার দিন দেবেশ চাকমা দিঘীনালায় অনুষ্ঠিত বৈসাবি র‍্যালিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক ধ্রিশীন চাকমা এক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের প্রধান সামাজিক উৎসব বৈসাবি চলাকালে এ ধরনের নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি অবিলম্বে দেবেশ চাকমার খুনী সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। উল্লেখ্য, গত বছর ১৩ এপ্রিল মূল বিজুর দিনে বাঘাইছড়িতে চিজিমনি চাকমা ও তার দুই বছরের শিশু কন্যা অর্কি চাকমাকে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে।

বাঘাইছড়ির বঙ্গলতলীতে ঘরে ঘরে সেনা তল্লাশী, জিনিসপত্র তছনছ

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি ‖ রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের উত্তর বঙ্গলতলী গ্রামে সেনাবাহিনী পাহাড়িদের কয়েকটি বাড়ি-ঘরে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি করল্ডাতলী আর্মি ক্যাম্পের মেজর মেহেদি (১৭ বীর) ও সুবেদার মোমিন এর নেতৃত্বে একদল সেনা এ তল্লাশি অভিযান চালায়। বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সেনারা এ তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। যাদের বাড়িঘরে তল্লাশি চালানো হয়েছে তারা হলেন, ১. হীরালাল চাকমা (৫০) পিতা চম্পকলিরি চাকমা, ২. কাতুল বয় চাকমা (৫০) পিতা মৃত প্রকাশ চন্দ্র চাকমা, ৩. তারামুখী চাকমা (৫০) স্বামী বিমল চাকমা, ৪. উমেশ চাকমা (৪৫) পিতা ভমেশ চন্দ্র চাকমা ও ৫. শুভারঞ্জন চাকমা (৫০) মৃত চিত্র সেন চাকমা। এরা সকলেই বঙ্গলতলী ইউনিয়নের উত্তর বঙ্গলতলী গ্রামের বাসিন্দা।

তথাকথিত সন্ত্রাসী খোঁজার নামে পরিচালিত তল্লাশী অভিযানের সময় সেনারা উল্লেখিত ব্যক্তিদের বাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং বাড়ির লোকজনকে অস্ত্র তাক করে ভীতি প্রদর্শন ও নানা হয়রানি করে। শুভারঞ্জন চাকমার বাড়িতে কোন লোক না থাকা সত্ত্বেও সেনারা বেড়া ভেঙে বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। কিন্তু ব্যাপক তল্লাশীর পরও অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায়।

বিভিন্ন সময়ে সেনারা এ ধরনের অভিযান চালিয়ে জনগণকে অহেতুক হয়রানি করছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন।

রামগড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার

খাগড়াছড়ি রামগড় উপজেলাধীন পরশুরাম ঘাটের মানিকচন্দ্র পাড়া থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার হয়েছেন। গত ২৩ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা সময় সাংগঠনিক কাজ শেষে ফেরার পথে মাটিরাঙ্গা জোনের একদল সেনা তাদেরকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন ললিত কুমার চাকমা (৩৮) পিতা মৃত মোহনা চাকমা, গ্রাম- লক্ষীছড়ি মধ্য পাড়া, দুল্যাতলী ইউনিয়ন, লক্ষীছড়ি ও পুতিন কুমার ত্রিপুরা (৩২) পিতা মৃত যুগল্যা ত্রিপুরা, গ্রাম কাঁঠাল পাড়া, মাটিরাঙ্গা। গ্রেফতারের পর তাদেরকে রামগড় থানায় সোপর্দ করার পর মিথ্যা মামলা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মনাছড়ি থেকে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ব্যক্তি অপহৃত

গত ১২ মার্চ সোমবার সকাল ৮টার সময় একদল বোরকা সন্ত্রাসী মহালছড়ির সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের মনাছড়ি গ্রামে যায়। সেখান থেকে সন্ত্রাসীরা নিজ বাড়ি থেকে ম্রাক মারমা(৫৩) পিতা উগ্রাথং মারমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। টাকা যোগাড় করে তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সন্ত্রাসীরা তার মেয়েকে বলে যায়। তবে ৮দিন ধরে সন্ত্রাসীদের হেফাজতে আটক অবস্থায় থাকার পর গত ২০ মার্চ তিনি সন্ত্রাসীদের কবল থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন।

অপহরণের পর সন্ত্রাসীরা তাকে মাথারাছড়ির একটি বাড়িতে নিয়ে বেধে রাখে এবং প্রচণ্ড মারধর করেছে বলে ম্রাক মারমা জানিয়েছেন।

নান্যাচরে সেনাবাহিনী কর্তৃক বিলাস চাকমা আটক, পরে মুক্তি

ডাকা মাত্র জোনে হাজির হওয়ার নির্দেশ নান্যাচর জোন কমান্ডারের

গত ১২ এপ্রিল বাড়িতে বিজু উৎসব পালনের জন্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা কুতুকছড়ি থেকে নান্যাচর যান। নান্যাচর পৌঁছার পর বিকাল ৫টার দিকে নান্যাচর সেনা জোনের গেট হয়ে যাবার সময় একদল সেনা তাকে পথরোধ করে মজানি কায়দায় গাড়িতে তুলে জোনে নিয়ে যায়। জোনে নিয়ে গিয়ে সেনারা তাকে একটি রুমে তালাবদ্ধ করে রাখে। তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়া হয়। এ সময় তাকে হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে বিলাস চাকমা জানিয়েছেন। পরে সন্ধ্যায় স্থানীয় চেয়ারম্যান-মেম্বারদের মাধ্যমে তাকে ছেড়ে দেয়া দেয়া হয়। এ সময় নান্যাচর জোনের কমান্ডার লে. কর্নেল দানিয়েল ডাকা মাত্র জোনে হাজির হওয়ার জন্য বিলাস চাকমাকে নির্দেশ দেন। তিনি (জোন কমান্ডার) বলেন, আমি ডাকলে জোনে হাজির হতে হবে। অন্যথায় নান্যাচরে প্রকাশ্যে কোন কাজ করা যাবে না।

বৈসাবি উৎসব চলাকালে নান্যাচর জোনের সেনাদের এ ধরনের আচরণে এলাকার জনগণের মাঝে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

শিজক দজর থেকে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক দুই ব্যক্তিকে অপহরণের পর গুম

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধিঃ

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার শিজক দজর থেকে জেএসএস সন্তু গ্রুপ কর্তৃক দুই ব্যক্তিকে অপহরণের পর গুম করা হয়েছে। তারা হলেন নাক্কা চাকমা (২৩) পিতা খাজাকানা চাকমা, গ্রাম শিজক দজর, বাঘাইছড়ি ইউপি ও প্রিয় দেওয়ান (১৮) পিতা মন দেওয়ান, গ্রাম- ঐ। গত ১৫ জানুয়ারি নিজ বাড়ি থেকে সন্তু গ্রুপের একদল সন্ত্রাসী তাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পর থেকে তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এদিকে অপহরণের পরও কোন খোঁজ খবর না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা গত ৪ মার্চ অপহৃতদের সাপ্তাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে দিয়েছেন। তাদেরকে কি কারণে অপহরণের পর গুম করা হয়েছে তা জানা যায়নি।

খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার

শেষ পাতার পর

বলেন, হামলার ২ বছর অতিক্রান্ত হলেও ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট এখনো প্রকাশ করা হয়নি, চিহ্নিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং ক্ষতিগ্রস্ত সাতভাইয়া পাড়া-মহাজন পাড়াবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। বক্তারা বলেন, একটি উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠিকে ইন্ধন যুগিয়ে একটি শক্তিশালী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা বার বার ঘটে চলেছে। বক্তারা সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ, চিহ্নিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও ক্ষতিগ্রস্ত সাতভাইয়া পাড়া-মহাজনপাড়াবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরন প্রদান, সভা-সমাবেশের উপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার সহ পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালের ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটির সাজেকে পাহাড়িদের উপর সেনা-সেটলার হামলার প্রতিবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারি ইউপিডিএফ'র ডাকা সড়ক অবরোধ চলাকালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া ও সাতভাইয়া পাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়িদের উপর সেটলাররা পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। সেটলাররা পাহাড়িদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে ও ব্যাপক লুটপাট চালায়। এতে ৬০'টির অধিক পাহাড়ির ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই করে দেয়া হয়।

গোমতিতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি পরিবারকে উচ্ছেদের চেষ্টা

মাটিরাঙ্গা প্রতিনিধিঃ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১৯০ নং বান্দরছড়া মৌজার বাসিন্দা মিটিং কুমার ত্রিপুরা (৫০) পীং যতীন কুমার ত্রিপুরাকে গোমতি বাজারের পার্শ্ববর্তী নিজ বসত ভিটা থেকে উচ্ছেদ করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে সেটলাররা। গত ১০ এপ্রিল সকালে খুরশীদ মিয়ার নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল সেটলার মিটিং কুমার ত্রিপুরার বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভেঙে দেয় এবং মিটিং কুমার ত্রিপুরাসহ তার ছেলে-মেয়েকে মারধর করে। এর পরপরই মিটিং কুমার ত্রিপুরা পালিয়ে খাগড়াছড়িতে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবরে লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ করেছেন বলে মিটিং কুমার ত্রিপুরা জানিয়েছেন। কিন্তু জেলা প্রশাসন থেকে এ বিষয়ে এখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সেটলাররা যে কোন সময় আবারো হামলা চালাতে পারে এই আশঙ্কায় মিটিং কুমার ত্রিপুরা বর্তমানে দিন যাপন করছেন।

বাঘাইছড়িতে সন্তু সন্ত্রাসী কর্তৃক এমএন লারমা গ্রুপের এক নেতাকে হত্যার চেষ্টা

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধিঃ

বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জেএসএস এমএন লারমা গ্রুপের বাঘাইছড়ি শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি চিত্র বিকাশ চাকমা ওরফে (অভিযান) কে ধাওয়া করে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে। গুলি না ফোটায় পালিয়ে গিয়ে অভিযান প্রাণে রক্ষা পান। পরে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র উচিয়ে প্রকাশ্যে হাজিপাড়ার রাস্তা দিয়ে বাবু পাড়ার দিকে চলে যায় বলে জানা গেছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার রাত ১০ টা ২৫ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে গত ১২ ফেব্রুয়ারী রাতে একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অভিযানকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেও অল্পের জন্য তিনি বেঁচে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, রাতে অভিযান চাকমা বাঘাইছড়ি সদরের চৌমুহনীস্থ কাঠ ব্যবসায়ী সমিতি থেকে ব্যক্তিগত কাজ শেষে বাজারের শাপলা চত্বরে জমির উদ্দিনের সাথে আলাপ করছিলেন। এ সময় বিজয় চাকমাসহ সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা তাকে ধাওয়া করে। সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেও গুলি না ফোটায় অভিযান দৌড়ে পালিয়ে পাশের পুকুরের পানিতে পড়ে যান। এ সময় আশে পাশের লোকজন হৈ চৈ করলে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে মহড়া দিয়ে চলে যায়। এ ঘটনায় বাজার ও আশেপাশের মানুষের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার পরও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে এলাকাবাসীর মনে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

৩য় বর্ষ ‖ ২য় সংখ্যা ‖ ২৩ এপ্রিল ২০১২ ‖ জাতীয় ডাক

সম্পাদকীয়

৩য় বর্ষ ‖ ২য় সংখ্যা ‖ ২৩ এপ্রিল ২০১২

সরকারের গোপন সার্কুলার ও বিএনপি'র বৈসাবি শুভেচ্ছা : দুই দলেরই স্বরূপ উন্মোচিত

প্রতি বছরের মত এবারও বৈসাবি উৎসবের প্রাক্কালে পার্বত্যবাসী অজানা আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল। নিজ নিজ জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও অধিকারের দাবিতে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান এবং ঢাকাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় র‍্যালি ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সবচে' বড় সামাজিক উৎসব বৈসাবি পালিত হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এবারের বৈসাবি শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে মনে হলেও রক্তক্ষয় ও লাঞ্ছনা-পদাঘাত পার্বত্যবাসীদের জীবনে যেন অনুষঙ্গ হয়ে রয়েছে। ১২ এপ্রিল ফুল বিজুর দিনই দীঘিনালায় লারমা গ্রুপের নেতা সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে খুন এবং নান্যাচরে পিসিপি'র কেন্দ্রীয় নেতা বিলাস চাকমা সেনাবাহিনীর হাতে ধৃত ও লাঞ্ছিত, বৈসাবি অনুষ্ঠান আয়োজনে কিছু জায়গায় চিহ্নিত দুর্বৃত্ত চক্রের হুমকি ও লাঞ্ছনার শিকার হবার ঘটনা ঘটেছে। গত বছরও সন্তু গ্রুপের হাতে বিজুর দিনেই কাচলঙে দুই বছরের শিশু অর্কি বাবার (যিনি লারমা গ্রুপের কর্মী) সাথে খুন হয়েছিল, তা এখনও মানুষের স্মৃতিতে দগদগে হয়ে রয়েছে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যেমন বাঙালিদের মধ্য থেকে রাজাকার-আলবদর খাড়া করে নিয়ে তদানিন্তন পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, বাংলাদেশ আমলেও উগ্র জাতীয়তাবাদী নব্য শাসকচক্র সে প্রক্রিয়া জারি রেখেছে, যার পরিণামে আন্দোলন পরিত্যাগকারী চক্রটিকে আঞ্চলিক পরিষদের গদিসহ নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সরকার নিজের দোসর বানিয়ে পাহাড়ি জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। বৈসাবি উৎসবে দীঘিনালা ও কাচলঙে কাপুরুষোচিত বর্বর হত্যাকাণ্ড এবং গত বছর বৈসাবির দিনে কাচলঙে ডিজিএফআই-এর মেজর কর্তৃক চিহ্নিত সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের নিকট অস্ত্র সরবরাহ করা-- সুদূরপ্রসারী নীল নক্সারই অংশ বিশেষ। অধিকারহারা জনগণের পক্ষে যাতে কোন প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হতে না পারে, সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড মিটিঙে ইউপিডিএফ-এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিকট বিভিন্ন সময় সরকারের গোপন সার্কুলার জারি, পাহাড়ি জনগণকে হেয় তাচ্ছিল্য করতে 'উপজাতি' 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' আখ্যায়িত করার নির্দেশনা, ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তিন পার্বত্য জেলার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের তলব, জেলা ও উপ-জেলা পর্যায়ে ছাত্র-বেকার যুবক ও নারীদের নানা টোপ দিয়ে বাগিয়ে নিয়ে দলীয় কার্যক্রম জোরদার করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

এবার আর একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, বিরোধী দল বিএনপি'র সভানেত্রী ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব পার্বত্যবাসীদের 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' আখ্যায়িত করে বৈসাবি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, চিহ্নিত ধান্দাবাজরা তাতে উল্লসিত হলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তা ভাবিয়ে তুলতে বাধ্য। 'উপজাতি' কিংবা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' হিসেবে পরিচিত হতে পার্বত্যবাসী কিংবা সমতলের কোন জাতিসত্তার লোক স্বস্তিবোধ করেন না, বরং তাতে ভীষণ অসম্মানবোধ করেন, যা বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ ভাল করেই জানেন। বিশেষ করে পাহাড়ি বিএনপিওয়ালারা তো অবহিত, তাদের দু'একজন কেন্দ্রীয় কমিটিতেও রয়েছেন। তা সত্বেও দলের সভানেত্রী-ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব'কে ন্যুনতম সৌজন্যতা প্রদর্শনের স্বার্থে 'উপজাতি' ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' সম্বোধন থেকে নিবৃত্ত রাখতে যদি তারা সক্ষম না হন, তাহলে তারা বিএনপি'তে থেকে নিজ সমাজ-জাতির জন্য আর কী-ই বা করতে পারবেন? ইতিপূর্বে সাজেক-সাতভাইয়াপাড়া ধ্বংসযজ্ঞোত্তর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা মোতায়েন জোরদার করার দাবি উত্থাপনের সময়ও দুই পাহাড়ি বিএনপিওয়ালার "কীর্তি" জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে।

কথায় বলে 'সব শিয়ালের এক রা', পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহকে অধিকার বঞ্চিত রাখতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি একাট্টা। ক্ষমতার জন্য মরিয়া হলেও ১২ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে ক্ষমতাসীন সরকারের মুণ্ডুপাত করলেও দেশের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসত্তাসমূহের ওপর জবরদস্তিমূলক 'বাঙালি জাতীয়তা' চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় নেত্রী টু শব্দটি করেন নি। শাসকচক্রের বড় দল আওয়ামী লীগ নানা ছলা-কলা প্রয়োগ করে 'পার্বত্য চুক্তি' সম্পাদনের মাধ্যমে আন্দোলনে ভাঙন ধরিয়ে আপোষকামী অংশটিকে বাগিয়ে নিতে সক্ষম হয়। প্রতিশ্রুতি মাফিক চুক্তি বাস্তবায়ন দূরের কথা, পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাসের মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের ওপর অন্যায়ভাবে 'বাঙালি জাতীয়তা'ও চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, এটা বাতিলের দাবি জানাতেই বর্তমানে শঙ্ক ঘণ্টা বাজছে। নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বার্থে আওয়ামী লীগ যতটুকু প্রতারণা করেছে, যে যে আইন পাস করেছে, আগামীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে বিএনপি বিশ্বস্ততার সাথে তা রক্ষা করে চলবে। অপারেশন উত্তরণ, বিতর্কিত 'পার্বত্য চুক্তি' ও আঞ্চলিক পরিষদে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের বহাল রাখা, পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের 'উপজাতি' ও 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' এ ধরনের আপত্তিকর অসম্মানজনক পরিভাষা বিএনপি বজায় রাখবে, তার আলামত বিএনপি'র 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর' প্রতি বৈসাবি শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে।

বাংলাদেশ, তুমি কি কেবল বাঙালির জন্য?

অনন্ত মারমা

কিছুদিন আগে সংসদ উপনেতা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, "এই দেশ হলো বাঙালিদের; বাঙালি ছাড়া কেউ এখানে থাকতে পারবে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে। তাই এই আদর্শের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোন আদর্শ গ্রহণযোগ্য হবে না।" তার এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজী দৈনিক নিউ এজের ৫ এপ্রিল সংখ্যায়।

এর পরদিন অর্থাৎ ৬ এপ্রিল একই পত্রিকায় সাজেদার উক্ত বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। উক্ত সম্পাদকীয় তার বক্তব্যকে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও ফ্যাসিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন এবং সে কারণে বিপজ্জনক বলে আখ্যায়িত করে। এতে আরো বলা হয়, এটা ঠিক ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তবাদ ছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি; কিন্তু এটাও একইভাবে সত্য যে, বাঙালিদের পাশাপাশি সংখ্যালঘু জাতিগুলোকেও যুদ্ধের সময় চরম কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বাঙালিদের মধ্যে যেমন, তাদের মধ্যেও তেমননি কিছু সংখ্যক পাকিস্তানের দালাল ছিল; তবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই যুদ্ধে সক্রিয় সমর্থন ও অংশগ্রহণ করেন; অনেকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার পর্যন্ত করেছেন। বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হলেও একে ধীরে ধীরে একটি নাগরিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা স্বাধীনতা পরবর্তী শাসকগুলোর যৌক্তিক লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তা হয়নি। ১৯৭৩ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীকরণের সূচনা করে; এতে সংখ্যাগুরু বাঙালি ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সাজেদা চৌধুরীর দায়িত্বজ্ঞানহীন ও উত্তেজনাকর বক্তব্য জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করবে যার ফল রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

> **একজন মানুষ তার ধর্ম ও মতবাদ ত্যাগ করতে পারে, তার নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে পারে; কিন্তু যে জাতিতে সে জন্ম গ্রহণ করেছে সে জাতির জাতীয়তা ত্যাগ করতে পারে না। যে দেশেই সে বাস করুক তার জাতীয়তার কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সরকার সংখ্যালঘু জাতির জনগণের কাছ থেকে এই জাতীয়তা কেড়ে নিতে চাইছে। এটা একদিকে যেমন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, তেমনি প্রকৃতি বিরুদ্ধও।**

এই হলো নিউ এজ সম্পাদকীয়-এর মূল ভাষ্য। কিন্তু এই সম্পাদকীয় ভাষ্য যেদিন প্রকাশিত হয় সেদিনই নিউ এজের প্রথম পাতায় এই মর্মে অপর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, তথ্য কমিশন সদস্যদের মধ্যে বাঙালির সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের সময় তথ্য কমিশনের প্রধান মোহাম্মদ জমির বলেন তিনি বাংলাদেশে বসবাসরত জনগণকে বাঙালি বলতে পছন্দ করেন। তবে কমিশনের এক সদস্য সাদেকা হালিম তার এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

সাজেদা চৌধুরী ও প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমিরের বক্তব্যকে কোনমতেই খেয়ালী ও অসতর্ক মন্তব্য বলে গণ্য করা যায় না। আসলে শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে কী ধরনের রাষ্ট্র বানাতে চায় ও এই রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে কীভাবে দেখতে চায়, তা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী ও তাদের বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবর রহমানই দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করেন, যা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিগুলোকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাও কোন খেয়ালী কথাবার্তা ছিল না। তার মুখ থেকে ওই নির্দেশ নিঃসৃত হওয়ার কারণ জাতি, জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব সম্পর্কে তার যথার্থ ধারণা না থাকা নয়; বরং তিনি ওই নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠীর মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন এবং পরে সেই নির্দেশ কার্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তার পরবর্তী সরকারগুলোও দল মত নির্বিশেষে তার নীতিরই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে মাত্র।

কিন্তু এই মর্মান্তিক সত্য দিবালোকের মতো পরিস্কার হওয়ার পরও পাহাড়িদের মধ্যে ক্ষুদ্র কায়েমী স্বার্থবাদী মহল বাঙালি শাসকগোষ্ঠীর জাতিসত্তা সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। সাজেদা চৌধুরী যেদিন উক্ত মন্তব্য করেছিলেন তার কয়েক দিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার দীঘিনালায় এক স্কুল অনুষ্ঠানে বলেছেন, "সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর আগে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল না। যার কারণে স্বীকৃতি আদায় করতে আন্দোলন করতে হয়েছে। আর আজ স্বীকৃতি দেওয়ার পর এক দল বন্ধু ভুল ব্যাখ্যা করে সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টি করছে।" [কালেরকণ্ঠ, ২৮ মার্চ] এছাড়া রাজস্থলীসহ বিভিন্ন জায়গায় তিনি এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছেন। [সুপ্রভাত বাংলাদেশ, দৈনিক পূর্বকোণ, ৩১ মার্চ ২০১২]

এবার তাহলে দেখা যাক পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি-ভিন্ন দেশে বসবাসরত অন্যান্য জাতিগুলোকে কি ধরনের অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু জাতিগুলোর স্বার্থের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন সংশোধিত ও সংযোজিত অনুচ্ছেদগুলো পাশাপাশি রেখে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিস্কার হবে।

অনুচ্ছেদ ৬(২): "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

অনুচ্ছেদ ৯: "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

অনুচ্ছেদ ২৩ক: "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি বলে পরিচিত হবেন' এই কথার মাধ্যমে কি কোন অস্পষ্টতা থাকে যে, পাহাড়িদের পরিচিতিও বাঙালি হয়ে গেল। এটা বোঝার জন্য রকেট বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, সংবিধান বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না; সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন যে কেউ এমনকি একজন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রও এই কথার অর্থ বুঝতে সক্ষম। আপাতঃ দৃষ্টিতে উক্ত তিনটি অনুচ্ছেদকে পরস্পর বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হলেও, একটু খুটিয়ে ৭ম পাতায় দেখুন

পানছড়িতে প্রদীপ লাল-কুসুমপ্রিয় চাকমার ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে গত ৪ এপ্রিল প্রদীপ লাল ও কুসুমপ্রিয় চাকমার ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে পানছড়ি উপজেলার পুজগাঙ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি চন্দ্রদেব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, পানছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অসেতু বিকাশ চাকমা, পুজগাঙ মুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইন্দুলাল চাকমা ও বনশ্রী শিশু নিকেতনের শিক্ষক কালাচাঁদ চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা।

স্মরণসভা শুরুর আগে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন অসেতু বিকাশ চাকমা ও চন্দ্রদেব চাকমা।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ৪ এপ্রিল জেএসএস সন্ত্র চক্রের হাতে প্রদীপলাল ও কুসুমপ্রিয় চাকমা নৃশংসভাবে খুন হন।

নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটি গঠিত

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের চম্পকপতি কমিউনিটি সেন্টারে নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ-এর খাগড়াছড়ি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সোনারতন চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন বাঘাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সুদর্শন চাকমা, দিঘীনালা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শতরূপা চাকমা, বাবুছড়া ইউপি চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমা, লক্ষিবান ইউপি চেয়ারম্যান শক্তি জীবন চাকমা, চেঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান অনিল জীবন চাকমা, গোলাবাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান জ্ঞান রঞ্জন ত্রিপুরা, ভাইবোন ছড়া ইউপি সদস্য করুনাময়ী চাকমা এবং বাবুছড়া ইউপি সদস্য গোপা দেবী চাকমা। সম্মেলন পরিচালনা করেন খাগড়াছড়ি পৌর কমিশনার মিলন দেওয়ান মনাচ ও স্বাগত বক্তব্য দেন জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের কেন্দ্রীয় সদস্য ও হাফছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান উশৈই প্রু মারমা।

সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে গ্যাসের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচার করছে। জেলা পরিষদের নির্বাচন না দিয়ে সরকার পরিষদকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিনত করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেমুতাঙের গ্যাস পাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা।

বক্তারা অবিলম্বে জেলা পরিষদের নির্বাচন দিয়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেমুতাঙের গ্যাস সরবরাহ ও এ গ্যাস ব্যবহার করে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনারতন চাকমাকে সভাপতি, খাগড়াছড়ি পৌরসভার কাউন্সিলর মিলন দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক, চেঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র চাকমাকে তথ্য ও প্রচার সম্পাদক এবং ভাইবোন ছড়া ইউপি সদস্য সুজন চাকমাকে অর্থ সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত

১ম পাতার পর

এ্যাডভোকেট সুমন কৌশিক তার বক্তব্যে বলেন, সংবিধান হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি নির্ধারণীর ভিত্তি। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান বুর্জোয়া শ্রেণীকে রক্ষা করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। একটা সংবিধানকে যদি ১৫ বার কাটা হয় তাহলে সেটিতে কি আর থাকে? কাজেই, এই সংবিধান হাসিনা-খালেদার হতে পারে কিন্তু ১৫ কোটি জনগণের নয়।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করলেই সবকিছু ঠিক হবে না। আসলে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমগ্র জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করতে হবে। কৃষক, শ্রমিক সহ সকল শ্রেণীর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অধিকার অর্জন করতে হবে।

ব্যারিষ্টার সাদিয়া আরমান তার বক্তব্যে বলেন, একটি জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক জাতি, অনেক সংস্কৃতির বৈচিত্র্য থাকে, এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এটা কেবল বাংলাদেশের জন্য নয়। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকাসহ অনেক দেশেই বহু জাতির বসবাস। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী একটি দেশে যতগুলো জাতিই থাকুক তাদের সবাইকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া।

তিনি বলেন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংখ্যালঘু জাতিদের স্বীকার না করা খুবই হতাশাজনক। যারা বাঙালি নয় তাদের উপর যে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেওয়া হলো তা কোন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য দেশের সংবিধানে সকল জাতির প্রতিনিধি যেন সংসদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তার জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে বাঙালি ছাড়া অন্য জাতিসত্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি নেই।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক সমস্যার মধ্যে ভূমি হচ্ছে প্রধান সমস্যা। যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে সম্পর্কিত। কাজেই ভাষার স্বীকৃতি, সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি।

সচিব চাকমা বলেন, সমাজ জাতির প্রয়োজনে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে। নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পতাকাতলে একত্রিত হতে হবে। আজকে আমরা জায়গা-জমি হারাচ্ছি, আমাদের নিজের জাতিসত্তার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে টিকে থাকতে হবে।

তিনি বলেন, সংবিধানে প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি না থাকায় পাহাড়িরা প্রতিনিয়ত নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে। শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই। তাই সংগঠিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তনি নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রদীপন খীসা তার বক্তব্যে বলেন, শাসক শ্রেণী তাদের শাসন কার্য পরিচালনার জন্যই মূলত সংবিধান সংশোধন করেছে। আমাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করতে হবে। আর পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজেরও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সেজন্য নারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এরপর বিকাল ৩টায় কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশন সোনালী চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৪ মার্চ শনিবার স্বনির্ভরস্থ ঠিকানার সমিতি ভবনের হলরুমে সোনালী চাকমার সভাপতিত্বে দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে প্রতিনিধি-পর্যবেক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিবৃন্দ এলাকার বিভিন্ন সমস্যাসহ তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

কাউন্সিল অধিবেশন শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে কণিকা দেওয়ানকে সভাপতি, রীনা দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক, মাত্রী চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক, শিখা চাকমাকে অর্থ সম্পাদক ও রিনা চাকমাকে দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিদায়ী কেন্দ্রীয় সভাপতি সোনালী চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ আগামী দিনের সমাজ ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম জোরদার করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বেগবান করতে নারী সমাজসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

পানছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নতুন কমিটি গঠিত

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি থানা শাখার ২য় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। এতে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

'সমাজ ও জাতি রক্ষায় নারীরা সংগঠিত হোন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় পানছড়ি ডিগ্রি কলেজের হলরুমে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের ১ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাগরী চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা এবং ইউপি মেম্বার সোহেলী চাকমা, বাসনা চাকমা ও অপরাজিতা খীসা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ধর্ষণ, নির্যাতন, হত্যা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সমাজে সামাজিক অবক্ষয় দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই নারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত হতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, বর্তমানে ছাত্র, যুব ও নারী সমাজ মোবাইল ফোন অপব্যবহারসহ বিভিন্নভাবে খারাপ পথে ধাবিত হচ্ছে। ফলে সমাজের নীতি নৈতিকতা ভেঙে পড়ছে। তাই সমাজ ও জাতীয় অস্তি-ত্ব রক্ষার্থে নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক অবক্ষয় রোধে নারীদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বেলা ২টায় কাউন্সিলের ২য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ইউপিডিএফ'র খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরুপা চাকমা উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিল অধিবেশন শেষে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে অপরাজিতা খীসাকে সভাপতি, মনিকা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সোহেলী চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরুপা চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

কাউখালীতে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কমিটি গঠিত

কাউখালী প্রতিনিধিঃ

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কাউখালী কলেজ কমিটি গঠিত

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার কাউখালী কলেজে গত ১৭ মার্চ শনিবার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে নিশান চাকমাকে আহ্বায়ক, লেলিন চাকমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বিপাসু চাকমাকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়।

কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে বিকাল ৩টায় কচুখালীতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালী থানা শাখার সহ সভাপতি এনজেল চাকমার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য রূপন মারমা ও কাউখালী থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন তঞ্চঙ্গ্যা।

ডাব্বুয়া বক্ষবানু উচ্চ বিদ্যালয় কমিটি গঠিত

গত ১১ মার্চ রবিবার সকাল ১১টায় কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া ইউনিয়নের ডাব্বুয়া বৃক্ষবানু উচ্চ বিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের হলরুমে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য রূপন মারমা, কাউখালী থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন তঞ্চঙ্গ্যা ও দপ্তর সম্পাদক রিপন চাকমা উপস্থিত ছিলেন। ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটিতে সুইচিং মারমাকে আহ্বায়ক, উথোইহ্লা মারমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও জ্যোতিশ চাকমাকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়।

পোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে কমিটি গঠিত

কাউখালী উপজেলার পোয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৩০ মার্চ এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে সুকেন চাকমাকে সভাপতি, রমেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রূপান্ত চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। কমিটি গঠনের সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য রূপন মারমা, কাউখালী থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন তঞ্চঙ্গ্যা ও অর্থ সম্পাদক খোকন চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ ২৬ মার্চ সকাল ১১টায় গুইমারা থানা সদরে ১ম কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে আহ্বায়ক কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটিতে উষামং মারমাকে সভাপতি, উৎপল ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক ও নিথোয়াইচিং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কাউন্সিল অধিবেশনে চিরজ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা ও মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা।

৩য় বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ২৩ এপ্রিল ২০১২ ॥ জাতীয় ডাক

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার নতুন কমিটি গঠিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার ৫ম কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল ১১টায় মাটিরাঙ্গা উপজেলার দেওয়ান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হলরুমে কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অরুণ ত্রিপুরার সভাপতিত্বে কাউন্সিলের ১ম অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর মাটিরাঙ্গা উপজেলা ইউনিটের সংগঠক শ্রাবণ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সহ সভাপতি কাহ্তিং মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিনা চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্য প্রবীর ত্রিপুরা ও অধিবেশন পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা কলেজ কমিটির সভাপতি অরেকন চাকমা।

বক্তারা বলেন, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা এলাকায় ভূমি বেদখল সহ বিভিন্নভাবে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে। মদ, জুয়া হেরোইন ইত্যাদিতে আসক্ত রেখে ছাত্র সমাজকে আন্দোলন বিমুখ করার জন্য শাসকচক্র নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র ও যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ছাত্র সমাজের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, ছাত্র সমাজ একটা জাতি ও সমাজের ভবিষ্যত কর্ণধার। সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে জাতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য বক্তারা ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রথম অধিবেশন শেষে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে সুমন্ত ত্রিপুরাকে সভাপতি, শান্তিময় চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও প্রবীর ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুমেন চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর শাখার শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

পার্বত্য চট্টগ্রামের অগ্রণী যুব সমাজের সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের রাঙামাটির নান্যাচর থানা শাখার কাউন্সিল গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সম্পন্ন হয়েছে। এতে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সকাল ১১টায় নান্যাচর কলেজ মাঠে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রিয় লাল চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক রেমিস চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বিলাস চাকমা, নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি বিপন চাকমা ও স্থানীয় মুরুব্বী নৃপেন চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে প্রিয় লাল চাকমাকে সভাপতি, বিপেন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও ত্রিপেন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নান্যাচর উপজেলা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

পানছড়িতে লোগাঙ গণহত্যা দিবস পালিত

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে লোগাং গণহত্যার ২০তম বার্ষিকীতে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ এপ্রিল সকাল ১০টায় পানছড়ি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা ও সুমেধ চাকমা। সভা শুরুর আগে নিহতদের স্মরণে অস্থায়ী স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল পানছড়ির লোগাং গুচ্ছগ্রামে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালিরা পাহাড়িদের উপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ হত্যাকাণ্ডে বহু পাহাড়ি হতাহত হয় এবং পাহাড়িদের বসতবাড়ি-ঘর আগুনে পুড়ে ছাই করে দেয়া হয়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের রাঙামাটি সদর উপজেলা কমিটি গঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজের অগ্রগামী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের রাঙামাটি সদর উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। "পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূখণ্ড দখলমুক্ত করতে যুব ফোরামের পতাকাতলে সমবেত হোন" এই শ্লোগানে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকাল ১১টায় রাঙামাটি জেলা সদরের কুদুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের হলরুমে এক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক সোনামনি চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুপ্রীম চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি প্রিয়লাল চাকমা, মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি উদাময় চাকমা ও কাউখালী থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক তনয় চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের নামে ভূমি কমিশন একতরফাভাবে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানী কার্যক্রম শুরু করার চেষ্টা করেছে। যা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে অস্বীকার করে ভূমি সমস্যার মতো একটি জটিল সমস্যাকে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজ তা কখনো মেনে নেবে না। বক্তারা ভূমি কমিশনের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার প্রকৃত সমাধানের জন্য পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি, সেটেলারদের সমতলে পুনর্বাসন ও তাদের দেয়া অবৈধ বন্দোবস্তী বাতিলের দাবি জানান।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার লক্ষে সরকার নানা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের উদীয়মান যুব শক্তিকে ধ্বংস করতে মদ, গাঁজা, হিরোইন সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। বক্তারা সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে পাভেল চাকমাকে সভাপতি ও রয়েল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম রাঙামাটি সদর উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুপ্রীম চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

সম্মেলন শেষে একটি র‌্যালী কুদুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয় প্রবেশ মুখে গিয়ে শেষ হয়।

খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। সংগঠনের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে গত ৮ মার্চ বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়িতে আলোচনা সভা ও রাঙামাটির নান্যাচরে সমাবেশ করেছে হিল উইমেন্স ফেডারেশন। আলোচনা সভা ও সমাবেশ থেকে অবিলম্বে ধর্ষণ, খুন, যৌন হয়রানি সহ সকল ধরনের নারী নির্যাতন বন্ধ করা, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, সকল ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা এবং বিজ্ঞাপনে নারীদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

খাগড়াছড়ি : "ধর্ষণ, খুন, যৌন নিপীড়নসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর ঠিকাদার সমিতি ভবন হলরুমে বেলা ২টায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে এতে আরো বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সোনালী চাকমা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক রিকো চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি অপরাজিতা খীসা, উপাসি পাড়ার বিশিষ্ট মুরুব্বী গীতা চাকমা ও কমলছড়ি গ্রামের মুরুব্বী অলকনা চাকমা। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রিনা চাকমা ও উপস্থাপনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। এ লক্ষে নারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অর্জনের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে সব জায়গায় নারীদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আকাশ সংস্কৃতি নারীদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে। আমাদের সংস্কৃতিতে অপসংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে। এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে নারী নির্যাতনের মাত্রা প্রকট আকারে বেড়ে চলেছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো তাহলে এ ধরনের অপরাধের মাত্রা কমে আসতো।

বক্তারা নারী নির্যাতনসহ সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য নারী সমাজসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

নান্যাচর (রাঙামাটি) : রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার নান্যাচর কলেজ মাঠে দুপুর সাড়ে ১২টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও সংগঠনের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশন এক সমাবেশের আয়োজন করে। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান ও গণতান্ত্রিক যুব প্রিয় লাল চাকমা এতে বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে ধর্ষণ, খুনসহ বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। প্রশাসন দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করার ফলে বার বার এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

বক্তারা বলেন, যৌন হয়রানিসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় সমাজ ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য বক্তারা নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তারা নারীর প্রতি সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানান।

খাগড়াছড়িতে শহীদ অমর বিকাশ চাকমার ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

খাগড়াছড়িতে শহীদ অমর বিকাশ চাকমার ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। গত ৭ মার্চ বুধবার সকাল ৭টায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর পক্ষ থেকে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের খবংপুজ্যায় শহীদ অমর বিকাশ চাকমার স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় শহীদ অমর বিকাশ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেষ চাকমা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে যুগ যুগ ধরে সেনাবাহিনী নানা ধরনের চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে মুখোশ বাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। কিন্তু জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী মুখোশ বাহিনীকে ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

বক্তারা আরো বলেন, বর্তমানে মুখোশ বাহিনীর অস্তিত্ব না থাকলেও সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্র থেমে নেই। খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়িতে মুখোশ বাহিনীর আদলে বোরকা বাহিনী সৃষ্টি করে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করছে।

বক্তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, শহীদ অমর বিকাশ চাকমার রক্ত কিছুতেই বৃথা যাবে না। শহীদের রক্তের বীজ থেকে যে আন্দোলনের জন্ম হয়েছে সেই আন্দোলনকে কিছুতেই দমিয়ে রাখা যাবে না।

উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর সৃষ্ট মুখোশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ১৯৯৬ সালের ৭ মার্চ খবংপুজ্যায় পুলিশের গুলিতে অমর বিকাশ চাকমা শহীদ হন। তিনি তৎসময়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙামাটি সদর থানা কমিটি গঠিত

"যৌন হয়রানিসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হোন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙামাটি সদর থানা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১৯ মার্চ সোমবার রাঙামাটি জেলা সদরের কুতুকছড়িতে এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে বেলা ১টায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রতিনিধি উদয় চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখা সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা। সভা পরিচালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙামাটি জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব সাধনা চাকমা। সভায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে নারীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে সাবিনা চাকমাকে সভাপতি, সুমিতা তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক এবং পিংকি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট রাঙামাটি সদর থানা কমিটি গঠন করা হয়।

পার্বত্য ভূমি কমিশনের একতরফা নোটিশ জারি

শেষ পাতার পর

বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ

পার্বত্য ভূমি কমিশনের একতরফা শুনানী কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন গত ২৭ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলা সদর, মহালছড়ি, দিঘীনালা, পানছড়ি এবং রাঙ্গামাটির কুতুকছড়ি ও নান্যাচরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এসব সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে শুনানীসহ ভূমি কমিশনের সকল কার্যক্রম বন্ধ করা, সেটেলারদের দেয়া অবৈধভূমি বন্দোবস্তী বাতিল ও ভূমি কমিশনের আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধন ও পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতির দাবি জানান

খাগড়াছড়ি সদর : বিকাল ৪টায় খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদ এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ারে গিয়ে সেখানে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ইউনিটের সংগঠক চঞ্চলিং তঞ্চঙ্গ্যা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা। প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে চেঙ্গী স্কোয়ার থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

মহালছড়ি : মহালছড়ি কলেজ মাঠ থেকে দুপুর ১২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে উপজেলা প্রাঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক সর্বানন্দ চাকমা ও মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি উদয়ন দীপ বক্তব্য রাখেন।

দিঘীনালা : ভূমি কমিশনের একতরফা শুনানী চলবে না, বিতর্কিত ভূমি কমিশনের কার্যক্রম মানি না, পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দাও ইত্যাদি শ্লোগানে দুপুর ১টায় ইউপিডিএফ'র কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি উপজেলা পরিষদ এলাকা ঘুরে লারমা স্কোয়ারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক প্রেমিন চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি শান্তবীর চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি রজেন্দু চাকমা ও দিঘীনালা কলেজ শাখার সভাপতি অংকেন চাকমা।

পানছড়ি : খাগড়াছড়ির পানছড়িতে বিকেল ৫টায় কলেজ গেট এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে পানছড়ি বাজারে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহসভাপতি চন্দ্রসেন চাকমা ও পানছড়ি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পত্রল বিকাশ ত্রিপুরা বক্তব্য রাখেন।

কুতুকছড়ি : রাঙ্গামাটি জেলার কুতুকছড়িতে বেলা ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখ থেকে শুরু হয়ে কুতুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিন করে আবার বিদ্যালয় প্রবেশ মুখে এসে এক প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়। এতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুদীপ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা বক্তব্য রাখেন।

নান্যাচর : রাঙ্গামাটির নান্যাচর উপজেলায় বিকাল ২:৩০ টায় উপজেলা সদরের বিশ্রামাগারের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিন করে আবার বিশ্রামাগারের সামনে এসে শেষ হয় এবং সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক অমিল চাকমা এতে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া গত ২৮ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। বিকাল সাড়ে ৩টায় গুইমারার মারীর পাড়া থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে গুইমারা বাজার প্রদক্ষিন করে গুইমারা প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাবেক সহ সভাপতি কাহলাচিং মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পঞ্চসেন ত্রিপুরা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখার সভাপতি অংকেন চাকমা। বক্তারা অবিলম্বে ভূমি কমিশনের একতরফা শুনানী কার্যক্রম সহ সকল কার্যক্রম বন্ধ করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়ি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করার দাবি জানান।

জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের মানববন্ধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের একতরফা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানী (বিচারিক) কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ খাগড়াছড়িতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়ায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি ও মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনাবতন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সহ সভাপতি অজিত বরণ চাকমা, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিরূপন তালুকদার, উপজাতীয় ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি রবি শংকর তালুকদার, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও খাগড়াছড়ি পৌরসভার কাউন্সিলর মিলন দেওয়ান মনাজ ও জেএসএস(এমএন লারমা) সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রূপম চাকমা। মানববন্ধন শেষে মহাজন পাড়া থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল চেঙ্গী স্কোয়ার হয়ে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা মাঠে এসে শেষ হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান একতরফাভাবে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানীর কার্যক্রম শুরু করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যাকে আরো বাড়াতে চাচ্ছেন। ভূমি কমিশন চেয়ারম্যানের এ ধরনের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম কিছুতেই মেনে নেয়া হবে না। ইতিপূর্বেও এ ধরনের স্বেচ্ছাচারি কার্যক্রমের বিরোধিতা করে তার অপসারণ দাবি করা হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক ভূমি কমিশন আইন সংশোধনপূর্বক পার্বত্য ভূমি সমস্যার সমাধান না করে যদি চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয় তবে ভবিষ্যতে আরো কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির আগে পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে পাহাড়িদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কারণ পাহাড়িরা যুগ যুগ ধরে প্রথাগত পদ্ধতিতে নিজেদের ভূমি ভোগ-দখল করে আসছে।

বক্তারা বলেন, ভূমি কমিশনের অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধন না করে চেয়ারম্যান একক মতামতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে চাচ্ছেন। এর মাধ্যমে তিনি কমিশনকে আরো বিতর্কিত করেছেন। এই বিতর্কিত ভূমি কমিশনের অধীনে কিছুতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হতে পারে না।

বক্তারা ভূমি কমিশনের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে ভূমি কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নোটিশ বাতিল করে শুনানীসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ করা, কমিশনের অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধন ও ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানকে অপসারণ, সেটেলারদের দেয়া অবৈধ ভূমি বন্দোবস্তী বাতিল ও পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইনের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানান।

মানিকছড়িতে বাঙালি কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণীর এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রী ধর্ষিত

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার তোলাছোলা গ্রামের ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রী (১১) বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। সে তোলাছোলা গ্রামের থৈঅংগ্য মারমার মেয়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২৩ মার্চ শুক্রবার সকালে ওই স্কুল ছাত্রীটি কয়লা বিক্রি করতে ফটিকছড়ির উপজেলার কাঞ্চনপুরের চৌধুরনী বাজারে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে গর্জনখোলা নামক স্থানে এসে পৌঁছলে কাঞ্চনপুরের বাসিন্দা মো: সিরাজুল ইসলামের ছেলে মো: সাদ্দাম ও তার সঙ্গী মো: আনিস ওই স্কুল ছাত্রীকে কাপড়ে ধরে রাস্তার পাশে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকাবাসী ওই স্কুল ছাত্রীকে জঙ্গল থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে। এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রীটির অভিভাবক থৈঅংগ্য মারমা বাদী হয়ে ফটিকছড়ি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করেছেন। পুলিশ মো: সাদ্দামকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মানিকছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক সুধীর ত্রিপুরা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ঘটনার প্রতিবাদে গত ২৪ মার্চ বিকেল সাড়ে ৪টায় গুইমারায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিলটি গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় গেট থেকে শুরু হয়ে গুইমারা বাজার ঘুরে আবার বিদ্যালয় গেটে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে চিত্রজ্যোতি চাকমা বক্তব্য রাখেন।

এদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদে গত ২৫ মার্চ রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিলটি খাগড়াছড়ি উপজেলা পরিষদ এলাকা থেকে শুরু হয়ে নারাঙখিয়া ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা।

বক্তারা অবিলম্বে ধর্ষণকারীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ধর্ষিতার সুচিকিৎসা ও যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

একই দিন দুপুর ১২টায় খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করে ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। মিছিলটি কলেজের পূর্ব গেট থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে কলেজের দক্ষিণ গেটে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মাত্রী চাকমা, খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের ছাত্র মংসানু মারমা, রূপম চাকমা ও সোনায়ন চাকমা।

বাঘাইছড়িতে সন্তু সন্ত্রাসী কর্তৃক

শেষ পাতার পর

ইউপিডিএফকে তাড়িয়ে দিয়ে বাঘাইহাট বাজার খোলা হবে বলে হুমকি দিয়েছিলেন। এর কয়েকদিন যেতে না যেতেই সন্তু সন্ত্রাসীদের দিয়ে পূর্নিময় চাকমাকে হত্যা করা হলো।

ইউপিডিএফ বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক সমশান্তি চাকমা উক্ত স্কুল শিক্ষককে হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি করেছেন।

বাংলাদেশ, তুমি কি কেবল

৪র্থ পাতার পর

বিচার করলে তাদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখায় যায় না; বরং এতে শাসকগোষ্ঠীর চাতুরী ও কদর্য নীতিই বোঝা যায়।

২৩ক ধারায় 'উপজাতি' 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'নৃগোষ্ঠী' অভিধাগুলো অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও অধিকার দেয়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করতে পারেন, এবং সন্দেহ নেই লীগের কানুনার নিশ্চিতভাবেই এই অনুচ্ছেদটির ওপর ভিত্তি করে তার প্রচারণা চালাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত অভিধাগুলো সংবিধানে সংযোজন করে সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে কোন অধিকার দেয়া হয়নি, বরং তাদের মর্যাদা খর্ব করা হয়েছে। উপরোল্লেখিত তিনটি অনুচ্ছেদ একসাথে পড়লে শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আর তা হলো: তোমরা উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠী; অর্থাৎ তোমরা বৃহৎ বাঙালি জাতির অংশ মাত্র। তোমরা জাতি হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছ -- কোন জাতি? বাঙালি জাতি। কারণ বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতি আছে, সেটি বাঙালি জাতি। সুতরাং সংবিধান মোতাবেক উপজাতি বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃগোষ্ঠী থেকে বিকশিত হয়ে অন্য কোন জাতি হওয়ার সুযোগ নেই, একমাত্র বাঙালি জাতি হওয়া ছাড়া।

কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সরকার সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে আলাদা জাতি বা জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। তাদেরকে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও নৃগোষ্ঠী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে বাঙালি জাতির অংশ হিসেবে। এতে তাদের মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে ও তারা সাংবিধানিকভাবে ও স্থায়ীভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে, ৯ অনুচ্ছেদ মোতাবেক সংবিধানে কেবল বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতির কথা বলা হয়েছে। পাহাড়িসহ সংখ্যালঘু জাতির জনগণকে বাঙালি জাতির অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা না হলে এভাবে লেখা হতো না, সকল জাতি ও জাতিসত্তার ঐক্য-সংহতির কথা বলা হতো। স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল জাতি ও জাতিসত্তার অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করা হতো। কিন্তু তা করা হয়নি, কারণ সরকার সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে বাঙালি জাতির নিম্ন শ্রেণীর অংশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে; অন্তত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী থেকে তা সুস্পষ্ট।

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার এমন সময় সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে কারণ সে দেখতে পেয়েছে যে, যেখান থেকে এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র প্রতিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা সেই পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনরত শক্তিগুলো দ্বিধাবিভক্ত ও ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে লিপ্ত। ভবিষ্যতে যদি সে দেখতে পায় পাহাড়ি জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো দুর্বল হয়ে গেছে, তখন সরকার তীব্র নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি কাগজেপত্রে তাদেরকে বাঙালি হিসেবে উল্লেখ করতে বাধ্য করবে। সাজেদা চৌধুরীর বক্তব্য থেকে তার আঁচ পাওয়া যায়।

একজন মানুষ তার ধর্ম ও মতবাদ ত্যাগ করতে পারে, তার নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে পারে; কিন্তু যে জাতিতে সে জন্ম গ্রহণ করেছে সে জাতির জাতীয়তা ত্যাগ করতে পারে না। যে দেশেই সে বাস করুক তার জাতীয়তার কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সরকার সংখ্যালঘু জাতির জনগণের কাছ থেকে এই জাতীয়তা কেড়ে নিতে চাইছে। এটা একদিকে যেমন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, তেমনি প্রকৃতি বিরুদ্ধও।

নিউ এজের সম্পাদকীয়তে যেমন বলা হয়েছে, এ দেশ স্বাধীন করতে সংখ্যালঘু জাতিগুলোরও অবদান রয়েছে। কিন্তু স্বাধীন দেশে তারা কী পেয়েছে -- অপমান, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনা ছাড়া? তাই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, বাংলাদেশ তুমি কি কেবল কেবল বাঙালির জন্য?

পার্বত্য ভূমি কমিশনের একতরফা শুনানী নোটিশ জারি: ইউপিডিএফ সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ, শুনানী কার্যক্রম বন্ধের দাবি

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন খাগড়াছড়ি জেলার ৫টি উপজেলায় ৪৫ জনকে একতরফাভাবে শুনানীর নোটিশ জারি করে। কমিশনের নোটিশ মূলে গত ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি এই শুনানীর কাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ ও কোরাম সংকটের কারণে কমিশন ১ ও ২ এপ্রিল পর্যন্ত বিচারিক কাজ মুলতবী করে। ইউপিডিএফ, জেএসএস, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ সহ বিভিন্ন সংগঠন কমিশনের এই একতরফা ও অবৈধ শুনানী কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দেয় এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ইউপিডিএফ'র বিবৃতি

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সভাপতি প্রসিত খীসা ও সাধারণ সম্পাদক রবিশংকর চাকমা এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বিতর্কিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন কর্তৃক একতরফাভাবে জারিকৃত শুনানীর নোটিশ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, গত ৩৩ বছরে পাহাড়িদের যে সকল জমি জবরদখল করা হয়েছে তাতে বৈধতা দেয়ার জন্যই সরকার ও সেনাবাহিনীর যোগসাজশে ভূমি কমিশন এই শুনানীর আয়োজন করতে যাচ্ছে। কমিশনের এই পদক্ষেপ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে আরো জটিল ও পরিস্থিতিকে অস্থির করে তুলবে।

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন অবিলম্বে শুনানীর নোটিশ বাতিল করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। নেতৃদ্বয় পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য অগণতান্ত্রিক ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের আমলে সেটলারদেরকে দেয়া অবৈধ ভূমি বন্দোবস্ত বাতিল, ভূমি বেদখল বন্ধ ও যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দেয়ার দেয়ার দাবি জানান।

৭ম পাতায় দেখুন

সর্বশেষ খবর: বিচারিক কাজ এক মাস মুলতবির পর গত ১ ও ২ এপ্রিল ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী আবারো একতরফা বিচারিক কার্যক্রম শুরু করার চেষ্টা চালান। কিন্তু কমিশনের বিচার প্যানেলের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত না হওয়ায় আগামী ২ ও ৩ মে পর্যন্ত বিচারিক কাজ মুলতবী করা হয়েছে।

উপর : পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের একতরফা শুনানী কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে খাগড়াছড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ।
নীচে : একই দাবিতে নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের মানববন্ধনের একাংশ। ছবিটি খাগড়াছড়ি সদরের মহাজন পাড়া থেকে তোলা।

রামগড়ে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলার ১ম বার্ষিকী পালিত

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার শনখোলা পাড়াসহ কয়েকটি পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলার ১ম বার্ষিকী পালিত হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় রেজা পাড়ায় ঘটনার ১ম বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় মুরুব্বী পাইলই মারমা। এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর রামগড় উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক সুবীর ত্রিপুরা, মাটিরাঙ্গা উপজেলা ইউনিটের সংগঠক শ্রাবণ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুশীম চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দনী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কাইসাচিং মারমা।

বক্তারা বলেন, পাহাড়িদের ভূমি জবরদখল করতে সেদিন সেটলাররা শনখোলা পাড়ায় হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনার আজ এক বছর অতিক্রান্ত হলেও হামলার সাথে জড়িত সেটলারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি এবং ঘটনার তদন্ত রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়নি। বক্তারা অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ ও হামলাকারী সেটলারদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৭ এপ্রিল সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সেটলাররা শনখোলা পাড়া সহ কয়েকটি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালায়। এদিন সেটলাররা মানিকছড়ি মহামুনি পাড়াতেও হামলা চালায়। এ হামলায় পাহাড়িদের ৬টি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে ৯৫টি ঘর পুড়ে ছাই করে দেয়া হয় এবং ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়। ঘটনার দিন সেটলাররা জালিয়া পাড়ায় যাত্রীবাহী গাড়ি আটকিয়ে পাহাড়ি যাত্রীদের ব্যাপক মারধর করে। সেটলারদের হামলায় রক্তাক্ত হয় ১৩ বছরের মেয়ে মিজু মারমা। এছাড়া আরো বহু পাহাড়ি আহত হয়। এ ঘটনায় নিখোঁজ হয় বাঘাইছড়ি বাবুপাড়া গ্রামের শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র আশীষ চাকমা।

খাগড়াছড়ির মহাজন পাড়ায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২

খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার ২য় বার্ষিকীতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

২০১০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলা সদরে সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার ২য় বার্ষিকীতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়ায় এ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রু মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক হরি কমল ত্রিপুরা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিনা চাকমা।

বক্তারা বলেন, ২০১০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। সাজেকে সেনা-সেটলার হামলাকে আড়াল করতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করার লক্ষে শাসকগোষ্ঠির চক্রান্তের অংশ হিসেবেই সেদিন এই বর্বর হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল।

বক্তারা আরো ৩য় পাতায় দেখুন

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পিসিপি'র ৫ নেতার জামিনে মুক্তি লাভ

চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতারকৃত গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৫ নেতা জামিনে মুক্তি লাভ করেছেন। দীর্ঘ চার মাসের অধিক কারাভোগের পর গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় চট্টগ্রাম কারাগার থেকে তারা মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিপ্রাপ্ত নেতারা হলেন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক বকুল চাকমা, বন্দর থানা শাখার সভাপতি বিজয় চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ সভাপতি সুমন চাকমা, সদস্য অতীশ চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সদস্য সচিন জোনাধন চাকমা। এডভোকেট স্বপন ভৌমিক তাদের মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর ২০১১ জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা উপরোক্ত ৫ নেতাকে চট্টগ্রামের নিজ নিজ বাসা থেকে অপহরণের পর পটিয়া থানায় সোপর্দ করে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত পটিয়া থানার মামলার তারিখ ১৭/১০/২০১১, ধারা- ৩০২, ২০১ (৩৪) দঃ বিঃ। পরে তাদেরকে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানো হয়।

বাঘাইছড়িতে সন্তু সন্ত্রাসী কর্তৃক স্কুল শিক্ষককে গুলি করে হত্যা, ইউপিডিএফের নিন্দা

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার মারিশ্যা ইউনিয়নের খেদারাছড়ায় এক স্কুল শিক্ষককে গুলি করে হত্যা করেছে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। তার নাম পুর্নিময় চাকমা (৪৮) পিতা মৃত কালাচান চাকমা, গ্রাম খেদারাছড়া। তিনি খেদারাছড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

জানা যায়, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত আনুমানিক ২টার দিকে রাজীব চাকমার নেতৃত্বে সন্তু গ্রুপের ১০/১৫ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খেদারাছড়া গ্রামে হানা দেয়। সন্ত্রাসীরা পুর্নিময় চাকমার বাড়িতে গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তাকে গুলি করে হত্যা করে। তার মৃত্যু নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। কি কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে তার এক ভাই সুখময় চাকমা ইউপিডিএফে কাজ করছেন।

স্থানীয় কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সাথে কথা বলে জানা গেছে, ঘটনার পর রাত আনুমানিক ৩টার দিকে করেঙাতলী আর্মি ক্যাম্পের মেজর মেহেদী তাদের কয়েকজনকে মোবাইলে ফোন করে ঘটনাটি জানিয়ে বলেছেন 'আপনাদেরকে অনেক আগে বলেছি বাঘাইহাট বাজার খুলে দেয়ার জন্য। কিন্তু আপনারা এখনো বাজার খুলে দেননি। বাঘাইহাট বাজার খুলে দেয়া না হলে এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটবে। আপনারাও রেহাই পাবেন না।'

উল্লেখ্য, এ ঘটনার কয়েকদিন আগে বাঘাইহাট জোন কমান্ডার জনপ্রতিনিধিদের ডেকে ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাঘাইহাট বাজার খুলে দেয়া না হলে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের নিয়ে এসে ৭ম পাতায় দেখুন